৭ম পাঠ

বাপ্তিস্মদাতা যোহন-প্রকৃত বলিকে চিহ্নিত করেছিলেন

জাগো! আমার কথা শোন! কান দাও!

যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে, তাদের সকলের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ, পাপের শাস্তি, বিচার দণ্ড নেমে আসবে। তোমরা মন ফিরাও! মন ফিরাও! ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসো!

লোকেরা বেশ কয়েকজন ভাববাদীর মুখে এই সতর্ক-বাণী শুনেছিল। তবুও আরও একজন এলেন, তিনি

সেই ছেলের নাম রাখা হবে যোহন, আর তার কাজ অনেক লোকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তার কর্তব্য হবে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের পথ প্রস্তুত করা। অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি লোকদের অন্তরকে প্রস্তুত করে তোলবেন।

স্বর্গ-দূতের কথা মতই যোহনের জন্ম হয়েছিল। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মা-বাবা তাকে ঈশ্বরের একজন একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত এবং বাধ্য সেবক হতে শেখালেন। জীবনের শুরুতেই তিনি জানলেন যে, ঈশ্বর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করবেন। "উঠ এবং লোকদের সতর্ক কর," ঈশ্বরের এই আহ্বান তিনি গ্রহণ করলেন। তার সেবা, কাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত তিনি একাকী নির্জন মরুভূমিতে বাস করেছেন। তিনি সাধারণ দেশীয় খাদ্য খেতেন, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে সময় কাটাতেন এবং সব দিক দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত দিলেন।

তারপর ঈশ্বর তাকে দিয়ে প্রচার কাজ আরম্ভ করলেন, নদীর তীরে আমরা যেমন দেখেছি। তার জীবন এত গভীরভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ছিল, আর তার খবর এত স্পষ্ট ও জোড়ালো ছিল যে, অনেক লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা বলত, "চল ওনার কথা শুনি। দেখি উনি কি বলেন। উনিই হয়তো সেই মশীহ।"

আপনি দেখতে পাচ্ছেন অধিকাংশ লোকই তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসা ধর্মকে ধরাবাঁধা পথে গ্রহণ করেছিল। ধর্মীয় প্রথার সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রশ্ন না জাগলেও তারা সত্যিকার ভাবে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের নিজ নিজ অন্তরে যেন মরুভূমির শূন্যতা বিরাজ করছিল। তাদের জীবন পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সন্তোষজনক নয় বুঝতে পেরে তারা অপরাধী বোধ করছিল। যোহনের খবর তাই তাদের মনকে নাড়া দিল।

তাদের নেতাদের কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? আমরা যে মশীহের আশায় আছি, আপনি কি সেই? আপনি কি পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা কোন ভাববাদী?"

"না", যোহন বিনীত ভাবে তাদের উত্তর করলেন, "আমি সে রকম কেউ নই। আমি প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করছে ঃ- তোমরা প্রভুর পথ সরল কর। আমি মশীহের জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই।"

আপনার করণীয়

১। যে উক্তিগুলি **সত্য** সেগুলির পাশে দাগ দিন। কোন উক্তি **মিথ্যা** হলে সেটি এই প্রশ্নের শেষে দেওয়া খালি জায়গায় শুদ্ধ করে লিখুন।

ক) একজন স্বর্গদূতের দ্বারা যোহনের জন্ম সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল।

খ) তাকে লোকদের সতর্ক করবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

গ) তার জীবন সব দিক দিয়েই ছিল সরল ও পবিত্র।

ঘ) তার বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই মশীহ।

ঙ) লোকেরা তাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসা ধর্ম নিয়ে সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল।

.....

.....

.....

.....

যোহনের কাজ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে, এখানে আমাদের কিছু থেমে, মনে মনে আরও একটু চিন্তা করতে হবে। সমস্ত ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা যা যা শুনেছি, তা নিয়ে চিন্তা করি, আসুন।

নোহের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে, মানুষের পাপ দেখে ঈশ্বর অন্তরে গভীর দুঃখ পান এবং তা মানুষের উপর ন্যায় সংগত শাস্তি নিয়ে আসে। আমরা জেনেছি, সেই লোকেরা যেমন মহাপ্লাবনের হাত থেকে নিজেরা

নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি তাদের উপর যে শাস্তি আসবে, মানুষ তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা হেতু তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষার একটা উপায় করে দিয়েছেন।

অব্রাহামের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বর বাধ্যতা চান। বলি উৎসর্গের অর্থ আমরা আরও ভাল-ভাবে বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, অব্রাহামের ছেলের বদলে ঈশ্বর নিজেই এক উপযুক্ত বলি যোগাড় করে দিয়েছিলেন।

এর পরে আমরা মহান ভাববাদী মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা শুনেছি। তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা এবং তাদের পরিচালনা দেবার বিষয় ঈশ্বর তাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন। মোশি ঈশ্বরের এই নির্দেশ পেলেন যে, প্রতি পরিবারের জন্য একটা করে মেষশাবক বধ করা হোক ও তার রক্ত দরজার কপাটে লাগিয়ে রাখা হোক। এ থেকে আমরা দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে বলি উৎসর্গের ভূমিকা কি, তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। পরে মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে উপাসনা ও বলি উৎসর্গ করা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নির্দেশ লাভ করেছিলেন। এই পথে প্রত্যেকেই পাপের প্রকৃতি ও মুক্তির বিষয় বুঝতে পেরেছিল। তাছাড়া মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেই আমাদের পক্ষে সমস্ত সত্য জানা সম্ভব।

দায়ূদের কাছ থেকে আমরা অপরাধ, অনুতাপ এবং বলি উৎসর্গ করা সম্বন্ধে আরও কিছু শিক্ষা পেয়েছি। তার কাছ থেকে আমরা এই বিশেষ খবর পেয়েছি যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে পশুর রক্তের চেয়েও বেশী কিছু চান।

"হোমে তোমার সন্তোষ নাই, হে ঈশ্বর" বলে অনুতপ্ত অন্তরে দায়ূদ চিৎকার করেছেন, "ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণই তোমার গ্রাহ্য বলি।" তাই দায়ূদ নিজেকে ঈশ্বরের দয়ার হাতে সঁপে দিয়েছেন, নিজের পাপ স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

সবশেষে আমাদের আগের পাঠে যিশাইয়ের খবর থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন ধর্ম-কর্ম, এমন কি সরল অন্তরের অনুতাপও আমাদের পাপ থেকে শুচি করতে পারে না। যিশাইয় আমাদের কাছে পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছেন। তা হল বলির প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু পশুর রক্ত যথেষ্ট নয়। আগের পাঠগুলিতে আমরা যেমন দেখেছি, ঈশ্বর যে দিন সিদ্ধ বলি অর্থাৎ একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন, যিনি সমগ্র মানব জাতির পাপের জন্য দুঃখ ভোগ করবেন—তাঁর কথা লোকদের মনে করিয়ে দেবার জন্য একটা চিহ্নস্বরূপ ছিল, এই পশুবলি উৎসর্গ। এর ফলে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ক্ষমা ও তাঁর দয়া লাভ করতে পারবে। কিন্তু যিশাইয় আমাদের জানিয়েছেন যে, লোকদের প্রয়োজন হল; নিজেরা মন পরিবর্তন করে

ঈশ্বর যে বলির বন্দোবস্ত করেছেন, তা গ্রহণ করা। ঈশ্বরের কাছে বল প্রয়োগের কোন স্থান নাই। তিনি চান মানুষ ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে ও তাঁর দেওয়া পথ গ্রহণ করে।

যিশাইয়ের মহান আহ্বানের খবরটি স্মরণ করুন। আপনি সম্ভবতঃ এই কথাগুলি উল্লেখ করতে পারেন ঃ—

সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, যাবৎ তাঁহাকে পাওয়া যায়...
দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সংকল্প ত্যাগ করুক
এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক,
তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন,
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক,
কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।

ঈশ্বর যিশাইয়কে এই কথাগুলি বলবার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর চেয়েছেন যেন লোকেরা তাদের ক্ষমা লাভের সুযোগ চিনতে পারে। যেহেতু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাদের জন্য একজন প্রকৃত মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন, তাই সেই মুক্তিদাতা যখন আসবেন, তখন তারা যেন তাঁকে চিন্‌তে পারে, সে জন্য একটা উপায়ও তিনি করবেন। এই জন্যই তিনি বাপ্তাইজকারী যোহনকে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর পথ সরল করেন, বা অন্য কথায়, পথ পরিষ্কার এবং সহজ করেন।

আমরা লক্ষ্য করি যে, যোহনের কথাগুলি ঠিক যিশাইয়ের কথার মতই। তিনি লোকদের সতর্ক করে দিয়ে পাপ ও অধর্ম থেকে পালাতে বলেছেন, পাপের জন্য অনুতাপ করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে বলেছেন, যেন তারা ক্ষমা লাভ করতে পারে। যোহনের কাজ হচ্ছে, তার আগেকার সমস্ত ভাববাদীদের কাজ ও কথার সার বা চূড়ান্ত রূপ। যিনি সমস্ত ভাববাণী পূর্ণ করবেন তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে, তিনি এই কাজ করবেন। এই জন্যই যোহনকে চিহ্নদানকারী বলা হয়েছে। তাহলে এখন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাঁর উপযুক্ততা এবং তাঁর কথা আমাদের শোনা উচিৎ কেন, তা দেখতে পাচ্ছি।

আপনার করণীয়

২। ভাববাদীদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা অনেক কিছু শিখেছি। তবে প্রত্যেক ভাববাদীই আমাদের এক একটা বিশেষ সত্য দেখিয়েছেন। এদের কয়েকটা সত্য এখানে দেওয়া হল। সত্য-গুলির বাম পাশের খালি জায়গায় সেই ভাববাদীর নামের সংখ্যাটি বসান, যার জীবন ও শিক্ষা থেকে ঐ সত্যটির সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাওয়া যায়।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন-প্রকৃত বলিকে চিহ্নিত করেছিলেন

১। নোহ	৫। দায়ূদ
২। অব্রাহাম	৬। যিশাইয়
৩। যোষেফ	৭। বাপ্তাইজকারী যোহন
৪। মোশি	

……ক) পাপ, মানব জাতির উপর ভয়ানক শাস্তি ডেকে আনে।

… খ) আমাদের পথ-নির্দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্য দিয়েছেন।

……গ) ঈশ্বর আমাদের এই ভাবে চালাচ্ছেন কেন, তা না বুঝলেও আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলব।

…… ঘ) ঈশ্বর একজন সিদ্ধ মুক্তিদাতা দেবার কথা বলেছেন।

…… ঙ) ঈশ্বর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে ভগ্ন হৃদয়ই বেশী পছন্দ করেন।

… চ) অনেক ভাববাণী পূর্ণ করে মশীহের আগমন হবে।

৩। বাপ্তাইজকারী যোহনের সম্বন্ধে তিনটি সত্য উক্তি দেওয়া হয়েছে। যে উক্তি তার বিশেষ কাজটির বর্ণনা দেয়, সেটির পাশে দাগ দিন।

ক) তিনি লোকদের সতর্ক করে দেন যে, যারা পাপে জীবন যাপন করবে ঈশ্বর তাদের সবাইকে শাস্তি দেবেন।

খ) তিনি অন্যান্য ভাববাদীদের কথার সার প্রকাশ করেছেন, তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মশীহের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

গ) তিনি সরল ও পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত জীবন যাপন করে, নিজেকে শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রেখেছেন।

আমাদের জন্য তিনি কি সংবাদ এনেছিলেন?

যোহন ভবিষ্যৎ শাস্তির বিষয় বলেছেন। তিনি উচ্চরবে প্রচার করে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর কোরো না। তোমরা একটা বিশেষ পরিবার অথবা ধর্মের মধ্যে জন্ম নিয়েছ বলে, নিজেদের নিরাপদ ভেবো না।" এগুলি ছিল **সতর্কবাণী**। লোকেরা যাতে তার খবরের গুরুত্ব বুঝতে পারে, সে জন্য তিনি নাটকীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বরের বিচারকে তিনি একটা কুড়াল দিয়ে গাছ কেটে ফেলা বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যে কোন গাছে ভাল ফল না ধরে, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"

এছাড়া তিনি ফসল মাড়াই করবার দৃষ্টান্তও ব্যবহার করেছেন। "তাঁর ফসল মাড়াবার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলায় জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না, সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

এই সব হুঁশিয়ারীর উদ্দেশ্য ছিল লোকদের মন পরিবর্তনের পথে নিয়ে আসা। তিনি বলেছেন, "তোমরা পাপ থেকে মন ফিরাও কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ঈশ্বর নূতন ভাবে এবং পুরোপুরি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চান। তিনি লোকদের অনুনয় করেছেন, যেন তারা মন পরিবর্তনের এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সাথে এক সত্যিকার এবং সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

"আমার পরে একজন আসছেন; যিনি আমার চেয়ে মহান"—যোহন ঘোষণা করেছেন। তার খবরের এই অংশটি ছিল ঘোষণার মত। মনে রাখবেন যে, লোকেরা অব্রাহাম, মোশি, যিশাইয় এবং অন্যান্যদের ভাববাণীর কথা জানত। তারা তাদের ভাববাণীর পূর্ণতার অপেক্ষা করছিল। তারা উদ্ধারকর্তা মশীহকে দেখবার আশা

করছিল। আর নদীর তীরে যোহন যে সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন, তা ছিল ঃ "সময় এসে গেছে। তোমরা অব্রাহামকে নিয়ে গর্ব করতে পার, আমাকে একজন ভাববাদী বলতে পার, কিন্তু আরও মহান একজন তোমাদের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছেন।"

লোকদের জানা সব ঘটনা থেকে একেবারে আলাদা একটা ঘটনার জন্য, তাদের প্রস্তুত করে তোলবার জন্য, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এই ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। যোহনের কথা সবাইর কাছে রহস্যময় মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগে ছিলেন। আমি এসেছি যেন তাঁকে প্রকাশ করি।" এ কথার মানে কি? তিনি আমার পরে আসছেন, কিন্তু **আমার আগে ছিলেন**। এটাই হল তার ঘোষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমনটি কি হতে পারে না যে, স্বয়ং ঈশ্বর যিনি যোহনের আগে ছিলেন, মশীহের মধ্য দিয়ে তিনিই নিজেকে প্রকাশ করবেন? কারণ একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর তো আত্মা, তাঁকে কিভাবে স্বচক্ষে দেখা যেতে পারে, যাতে লোকেরা সত্যি সত্যি জানতে পারবে যে, তিনিই মুক্তিদাতা, দয়ালু ও করুণাময় ঈশ্বর?

মানব ইতিহাসের এক বিশেষ সময় এসেছে বলতে, আমরা এটাই বুঝিয়েছি। অধিকাংশ লোকেরাই বুঝতে পারেনি যে, সমস্ত ভাববাদীরা যে খবর শুনবার জন্য

অধীর ভাবে অপেক্ষা করেছিলেন, তারা সেই অমূল্য খবরই শুনতে পাচ্ছে, যা পরে সমগ্র মানব জাতির জন্য **সুখবর** নামে পরিচিত হবে।

এরপর সতিকার সেই মহাদান উপস্থিত হল। যোহনের খবরের এই অংশটির জন্যই এর বাদবাকী অংশগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনি কথা থামিয়ে উপরের দিকে চাইলেন, দেখলেন, যীশু নামের একজন নদীর দিকে আসছেন।

স্বর্গ থেকে এক রব শোনা গেল, তাতে বুঝা গেল যে, এই যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ। তিনি মানব দেহে আগত মুক্তিদাতা-যাঁকে জগৎ এখন সিদ্ধ বলিরূপে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম।" যোহন নদীর তীরে জড়ো হওয়া লোকদের কাছে এবং পৃথিবীতে যারাই খ্রীষ্টের **সু-খবর** শুনবে তাদের সবাইর কাছে এই কথাগুলির দ্বারা মশীহের পরিচয় দিয়েছেন। এর পরে যোহন ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঈশ্বরই তাকে বলেছেন, যেন এঁকেই তিনি সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, মুক্তিদাতারূপে সনাক্ত করেন। তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত মেষশাবক। যোহন বলেছেন, "আমি দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

যারা যোহনের কথা শুনেছিল, তাদের অনেকেই হৃদয়ে অনুভব করেছে যে, তার কথা সত্য। অনেকে যীশুর অর্থাৎ মশীহের শিষ্য হল ও তাদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করল। তারা বন্ধু-বান্ধবদের সুখবর দিল, "আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি।"

আপনার করণীয়

৪। এখানে বাপ্তাইজকারী যোহনের প্রচার থেকে চারটি বাক্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বাক্য তার খবরের কোন্ অংশের দৃষ্টান্ত, তা প্রত্যেকটির নীচে যে লাইন দেওয়া আছে, সেখানে লিখুন।

ক) "স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। তোমরা পাপ থেকে মন ফিরাও ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর।"

....

খ) "যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে ফেলা হবে।"

....

গ) "যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগে ছিলেন।"

....

ঘ) "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।"

৫। বাপ্তাইজকারী যোহনের খবর থেকে আপনি নিজের জন্য কি কি সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা পান? নীচের অংশগুলি পড়ুন এবং যেগুলি আপনার নিজের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) ঈশ্বর চান তার দাসেরা নম্র এবং বাধ্য হবে।

খ) বংশ-পরম্পরায় চলে আসা ধর্মীয় প্রথা পাপের ক্ষমা দেয় না।

গ) ঈশ্বর মশীহের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ঘ) খ্রীষ্টের সু-খবর আমি এবং আমার পরিবারসহ সবারই জন্য।

এর সত্যতা সম্বন্ধে কিভাবে নিঃসন্দেহ হতে পারি?

ভাববাণীর প্রমাণ ঃ

"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু!" আপনি যখন প্রথমে যোহনের এই কথাগুলি পড়েছেন, তখন আপনার কি মনে হয়েছিল? মোশির শিক্ষামালা আপনার মনে পড়েছিল কি? যিশাইয় ভাববাদীর কথা আপনার কি

মশীহ, যীশু যখন এই প্রশ্ন শুনলেন, তখন তাঁর অন্তর ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হল। তিনি জানতেন যে, সত্য জানবার প্রকৃত আগ্রহ নিয়েই এই প্রশ্ন করা হয়েছে। তখন তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর বলে পাঠালেন।

তিনি যোহনের সংবাদদাতাকে বললেন, "আমার সঙ্গে থেকে তোমরা যা যা দেখেছ ও শুনেছ, যোহনের কাছে গিয়ে তা বল। তাকে বল, অন্ধেরা দেখছে, বিকলাংগ লোকেরা হাঁটছে, কুষ্ঠীরা ভাল হচ্ছে, বধিরেরা শুনছে, মৃতেরা উত্থাপিত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, স্বর্গ রাজ্যের সু-খবর প্রচারিত হচ্ছে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল মাত্র বাপ্তাইজকারী যোহনের কথার মধ্যেই নয়, কিন্তু যীশুর কাজের মধ্যেও ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। আমরা আরও দেখি যে, সন্দেহ প্রকাশ করবার জন্য যীশু যোহনকে বকেন নি। তিনি বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে তর্ক করেন নি। তিনি কেবল সত্যগুলিই তুলে ধরেছেন। আমাদের নিজেদের অনেক প্রশ্নের উত্তরও এইভাবে দেওয়া যায়। আমরা যদি আমাদের হৃদয় ও মন খুলে রাখি, বাইবেল পড়ি, অন্যদের সাক্ষ্য শুনি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবেন।

বাপ্তাইজকারী যোহনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আরও কিছু জানতে পারি। সন্দেহ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রশ্ন করা আমাদের সবাইর পক্ষেই স্বাভাবিক।

ধর্ম একটা খুব গুরুতর ব্যাপার, প্রত্যেকটি লোকের কাছেই তা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আত্মা সত্য জানতে চায়। আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। যোহন কি রকম বোধ করেছেন, তা ঈশ্বর বুঝেছিলেন ; আমাদেরও তিনি বুঝেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য তিনি যোহনকে বকেন নি, তিনি উত্তর দিয়েছেন। সহানুভূতির সাথে তিনি যোহনকে সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত করেছেন। আমরা যখন সরলভাবে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাদেরও উত্তর দেবেন।

যোহনের শিষ্যরা মশীহ যীশুর কাজ সম্পর্কে তাকে জানাতে লাগলেন। এটা খুবই পরিষ্কার যে, ভাববাণীর সবকিছুই পূর্ণ হচ্ছিল। মশীহ যীশু তাঁর ভিতরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে আশ্চর্য কাজ করছিলেন এবং মশীহ যীশুর মাধ্যমেই ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ মুক্তি পরিকল্পনা সবার চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে সব সন্দেহ দূর হলো।

জেলখানায় তাকে হত্যা করবার ফলে বাপ্তাইজকারী যোহনের পরিচর্যা কাজের দুঃখজনক সমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু যে জন্য তার জন্ম হয়েছিল, তিনি তা সম্পন্ন করেছিলেন। ঈশ্বর তাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, তিনি তা নিখুঁত ভাবে করেছিলেন।

তিনি ঈশ্বরের গোপন রহস্য প্রকাশের পথ প্রস্তুত করেছিলেন, আগামী পাঠে আমরা তা দেখতে পাব।

তিনি মশীহের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।
"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন"—এই একটি বিজয় সংবাদের মধ্য দিয়ে তিনি আর সমস্ত ভাববাদীদের ভাববাণীর পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন।

আপনার করণীয়

৬। শূন্যস্থানে উপযুক্ত কথা বসিয়ে নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

ক) আমরা যোহনের খবর যে সত্য তার প্রমাণ পাই, ...কথার মধ্যে এবং .....কাজের মধ্যে।

ক) যোহনের শিষ্যদের বলা হয়েছিল, যেন তারা গিয়ে যোহনকে বলে যে,.....
.....
.....
.....
.....

৭। এখানে একটা প্রার্থনা দেওয়া হল। দায়ূদের প্রার্থনা থেকে এটা তৈরী করা হয়েছে। একবার সবটা প্রার্থনা পড়ুন। তারপর আপনি হয়তো ঈশ্বরের কাছে আপনার হৃদয়ের সত্যিকার প্রার্থনা হিসাবেই এটা আবার পড়তে চাইবেন।

হে ঈশ্বর, তুমি মহান ও দয়ালু, তোমার বাক্য অন্তরে থেকে আলো দেয়, তা সরল লোকদের জ্ঞান দেয়।

তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে চালাও,
আমার উপরে কোন পাপকে কর্তৃত্ব করতে দিও না।

তোমার দাসের উপর তোমার মুখ উজ্জ্বল কর।
আর আমায় তোমার আদেশমালা শিক্ষা দাও।

আমাকে জ্ঞান দান কর যেন আমি বাঁচি।

আমেন।

উত্তরমালা

৭। সম্পূর্ণ প্রার্থনাটি মন দিয়ে পড়ুন।

১। ক) সত্য।

খ) সত্য।

গ) সত্য।

ঘ) মিথ্যা। আপনার উত্তর। এই ধরণের উত্তর হবে ঃ তিনি বলেছেন যে, তিনি মশীহ নন। তিনি হলেন মরুভূমিতে একজনের রব, মশীহকে সনাক্ত করে দেবার জন্য তিনি এসেছেন।

ঙ) মিথ্যা। আপনার উত্তর। এই ধরণের উত্তর হবে ঃ লোকেরা সন্তুষ্ট ছিল না। তারা অন্তরে নিজেদের অপরাধী এবং ক্ষুধার্ত মনে করছিল।

৬। ক) ভাববাদীদের, যীশুর।

খ) অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে. বিকলাংগরা হাঁটছে, কুষ্ঠীরা ভাল হচ্ছে, বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠছে, স্বর্গরাজ্যের সুখবর প্রচারিত হচ্ছে।

২। ক) ১। নোহ ঘ) ৬। যিশাইয়

খ) ৪। মোশি ঙ) ৫। দায়ূদ

গ) ২। অব্রাহাম চ) ৭। বাপ্তাইজকারী যোহন

৫। আপনার নিজের উত্তর।

৩। খ) তিনি অন্যান্য ভাববাদীদের কথার সার প্রকাশ করেছেন, তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও মশীহের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

৪। ক) মনপরিবর্তন।

খ) সতর্কবাণী।

গ) ঘোষণা।

ঘ) উপস্থিত।

পরীক্ষা—৭

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পত্র** নিন এবং এর ৯ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। সপ্তম পাঠ কি আপনি ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বাপ্তাইজকারী যোহনের কাজ ছিল ঃ—

ক) অন্যান্য ভাববাদীদের কথা ও কাজের আসল বিষয় প্রকাশ করা।

খ) এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলবার জন্য লোকদের আহ্বান করা।

গ) ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নূতন এক আত্ম প্রকাশের পথ আরম্ভ করা।

৭। বাপ্তাইজকারী যোহন ভাববাদীদের খবরের আসল বিষয় প্রকাশ করবার দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালন করেছেন। কিন্তু তার সব-চেয়ে দরকারী খবর ছিল ঃ—

ক) তার লোকদের উদাসীনতা।

খ) তার পরে যাঁর আগমন হবে তাঁর বিষয়ে ঘোষণা।

গ) তার জাতির বিশ্বস্ত লোকদের জন্য একটা প্রতিজ্ঞা।

৮। ঈশ্বরের মেষ-শাবক কথাটি এই ধারণা বহন করে যে, ঈশ্বর মানুষের পাপের মুক্তির জন্য একটা স্থায়ী সুব্যবস্থা করেছেন। আর তিনি তা করেছেন।

ক) আরও উপযুক্ত বলি উৎসর্গ প্রথার মাধ্যমে।

খ) কতিপয় আইনের মাধ্যমে, যা পাপের ফলকে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করে।

গ) তাঁর নিজ বলির মাধ্যমে, যা মানুষের পাপের ঋণ পূর্ণরূপে শোধ করে।

৯। সব ভাববাদীদের মধ্যেই আমরা একটা খবর পাই, তা হল ঃ—

ক) যারা তা গ্রহণ করে, তাদের সবাইর জন্যই ঈশ্বর পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করছেন।

খ) মানুষের একটা বিশেষ মূল্য পরিশোধ করবার দ্বারা পাপের সাজা থেকে রেহাই পেতে পারে।

গ) ধর্মীয় বলি উৎসর্গের মাধ্যমে পাপ করা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

১০। সব ভাববাদীদেরই এমন একটা সাধারণ লক্ষ্য ছিল, আমরাও যার ভাগী হতে পারি, তারা সবাই মনে প্রাণে ঃ—

ক) তাদের পাপী জাতির সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন।

খ) তাদের চারপাশের পাপ পরিবেশের মধ্যেও সিদ্ধ হতে চেয়েছেন।

গ) যাঁর আগমন হবে তাঁর এবং তাঁর পরিত্রাণ সম্বন্ধে আরও বেশী জানতে চেয়েছেন।

সত্য-মিথ্যা

১১। যিশাইয় ভাববাদী ভাববাণী বলেছিলেন যে, ঈশ্বর এমন একজনকে পাঠাবেন, যিনি এসে মুক্তিদাতার আগমন ঘোষণা করবেন; আর বাপ্তাইজকারী যোহনই হলেন সেই একজন।

১২। যোহনের প্রচার খুব কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল, কারণ তিনি অন্যান্য নেতাদের মতই প্রচার করতেন।

১৩। বাপ্তাইজকারী যোহন ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঈশ্বর তাকে বলেছেন, যেন তিনি যীশুকে তার সেই প্রতিজ্ঞাত আত্মপ্রকাশ, সেই মুক্তিদাতারূপে ঘোষণা করেন।

১৪। যোহন তাঁর বিষয়ে সন্দেহ করায়, যীশু তাকে কঠোর বকুনি দিয়েছিলেন এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনিই সেই মশীহ।

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। যোহনের কাজ ছিল ঈশ্বরের ..... পথ প্রস্তুত করা।

১৬। "যাঁর আগমন হবে" তাঁর সম্বন্ধে যোহনের প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল অপেক্ষমান লোকদের জানতে দেওয়া যে, সেই সব ভাববাণী ..... হচ্ছে।

১৭। যোহন লোকদের কাছে যীশুকে ..... রূপে পরিচয় দিয়েছেন ; আর তা ছিল যিশাইয়ের এই ভাববাণীর পূর্ণতা যে, মানুষের পাপ ও দুঃখ-কষ্ট বহন করে তার.....অর্জন করবার জন্য একজনের আগমন হবে।

১৮। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের মেষ-শাবক, যিশাইয়ের ভাববাণীর দুঃখভোগকারী দাস..... জন্যই জন্মেছিলেন এবং মানুষের পাপের মূল্যরূপে তাঁর প্রাণ দিয়েছিলেন।